[২০১৯] ১৫ এস. সি. আর. ৩৪২

আকশাই কুমার সিং

বনাম

রাজ্য (এন. সি. টি. দিল্লি)

রিভিউ পিটিশন (ফৌজদারি) ডি নং ৪৪৬০৩ অফ ২০১৯ ইন

(ফৌজদারি আপিল নম্বর ২০১৭)

১৮, ডিসেম্বর, ২০১৯

[আর. বানুমথি, অশোক ভূষণ এবং এ. এস. বোপান্না, বিচারপতিগণ]

সুপ্রিম কোর্টের বিধি, ২০১৩ – অধ্যায় XLVII, বিধি ১ – মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে পর্যালোচনা – নির্ভয়া মামলা – আবেদনকারী-অভিযুক্ত (বাসের ক্লিনার) কর্তৃক দায়ের করা অপরাধী আপিল ৫.৫.২০১৭ তারিখে সুপ্রিম কোর্টের রায় দ্বারা বাতিল হয় – মুকেশ এবং অন্যদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র (ডিএনসিটি) ও অন্যান্য, [২০১৭] ৬ এসসিআর ১-এ রিপোর্ট করা হয়েছে – বিচারিক আদালত এবং উচ্চ আদালত কর্তৃক আবেদনকারীর বিরুদ্ধে দায়ের করা দোষী সাব্যস্ত ও মৃত্যুদণ্ডের রায়টি সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে – পর্যালোচনা আবেদনের ক্ষেত্রে – রায় প্রদান করা হয়েছে: পর্যালোচনার ক্ষেত্র সীমিত – অপরাধমূলক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পর্যালোচনা কেবলমাত্র রেকর্ডের স্পষ্ট ত্রুটির ভিত্তিতে অনুমোদিত – পর্যালোচনা আবেদন হল আপিলের পুনরায় শুনানি নয় – আবেদনকারীর পক্ষ থেকে উত্থাপিত যুক্তিগুলি তার সহ-অভিযুক্তদের পর্যালোচনা আবেদনে উত্থাপিত একই ধরনের যুক্তি, যা সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা বিবেচিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে – আরও, মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে যে সাধারণ অভিযোগগুলি উত্থাপন করা হয়েছে, তা পর্যালোচনা আবেদনে আলোচনা করা যাবে না – একটি পক্ষ আবেদনপত্রের পুনরায় শুনানি বা নতুন সিদ্ধান্তের জন্য পর্যালোচনার আবেদন করতে অধিকারী নয় – অপরাধটি যেভাবে সংঘটিত হয়েছে তা বিবেচনা করে, ৫.৫.২০১৭ তারিখে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছে যে, এটি "অত্যন্ত বিরল কেস" শ্রেণীর মধ্যে পড়ে – উত্তেজক পরিস্থিতি এবং "অত্যন্ত বিরল কেস" শ্রেণীতে পড়ার কারণে মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করা হয়েছে – ৫.৫.২০১৭ তারিখের রায়ে প্রমাণ মূল্যায়ন বা রায়ের সিদ্ধান্তে কোনো স্পষ্ট ত্রুটি নেই যা পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করবে – ভারতীয় সংবিধান – ১৩৭, ১৪৫ ধারাসমূহ – দণ্ডবিধি, ১৮৬০ – ১২০-বি, ২০১, ৩০২, ৩০৭, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৭৬(২)(গ), ৩৭৭, ৩৯৫, ৩৯৭ ও ৪১২।

ভারতের সংবিধান. ১৩৭ এবং ১৪৫-অনুচ্ছেদ. ১৩৩৭-এর অধীনে সুপ্রিম/কোর্টের ক্ষমতা-অনুষ্ঠিতঃ অনুচ্ছেদ. ১৩৭ সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনও আইনের বিধান বা অনুচ্ছেদ ১৪৫-এর অধীনে প্রণীত কোনও নিয়ম সাপেক্ষে ঘোষিত বা প্রদত্ত যে কোনও রায় পুনর্বিবেচনার জন্য সুপ্রিম কোর্টকে ক্ষমতা প্রদান করে।

পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করে দিয়ে আদালত

বলেঃ ১.১. পর্যালোচনার সুযোগ সীমিত এবং পর্যালোচনার বিষয়টি বিবেচনা করা যায় না, শুধুমাত্র নথির সামনে স্পষ্ট ভুলের ক্ষেত্রে। ভারতের সংবিধানের ১৩৭ নং অনুচ্ছেদ সুপ্রিম কোর্টকে সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোনও আইনের বিধান বা ভারতের সংবিধানের ১৪৫ নং অনুচ্ছেদের অধীনে প্রণীত যে কোনও নিয়মের সাপেক্ষে ঘোষিত বা প্রদত্ত যে কোনও রায় পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা দেয়। পুনর্বিবেচনার সাথে সম্পর্কিত সুপ্রিম কোর্ট বিধিস, ২০১৩-এর আদেশ XLVII বিধি ১। পুনর্বিবেচনার আবেদনটি পুনরায় শুনানি নয়। পুনর্বিবেচনার আবেদনে, প্রমাণের পুনরায় প্রশংসা করা এবং একটি ভিন্ন উপসংহারে পৌঁছানো আদালতের কাজ নয়। রায়ের পুনর্বিবেচনার অনুমতি তখনই দেওয়া হয় যখন এটি দেখানো হয় যে রায়ের মুখে স্পষ্ট ত্রুটি রয়েছে। এই পুনর্বিবেচনার আবেদনে আবেদনকারী-অভিযুক্তদের দ্বারা উত্থাপিত ভিত্তিগুলি তাদের পুনর্বিবেচনার আবেদনে সহ-অভিযুক্তদের দ্বারা উত্থাপিত ভিত্তির সাথে অভিন্ন। সহ-অভিযুক্তদের দ্বারা তাদের পুনর্বিবেচনার আবেদনে যে ভিত্তিগুলি অনুরোধ করা হয়েছিল সেগুলি এই আদালত বিবেচনা ও প্রত্যাখ্যান করেছিল। [অনুচ্ছেদ ৮,১০,১২ এবং ১৪] [৩৪৮-এফ-জি; ৩৪৯ডি-ই; ৩৫০-এইচ; ৩৫১-সি-ডি]

> পি. এন. ঈশ্বরা আইয়ার এবং ওরস বনাম রেজিস্ট্রার, সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া (এ৯৮০) ৪ এস. সি. সি ৬৮০-অনুসরণ করা হয়েছে।
>
> সো চন্দ্র কান্টে এবং অপর বনাম শেখ হাবিব (১৯৭৫) ১ এস. সি. সি ৬৭৪ ৩; কমলেশ ভার্মা বনাম মায়াবতী এবং অন্যান্য (২০১৩) ৮ এস. সি. সি ৩২০: [২০১৩] ১১ এস. সি. আর ২৫ ৫ বিক্রম সিং ওরফে ভিকি ওয়ালিয়া এবং অন্য বনাম পঞ্জাব রাজ্য এবং অন্য (২০১৭) ৮ এস. সি. সি ৫১৮: [২০১৭] ৮ এস. সি. আর ১৭৭-এর উপর নির্ভর করেছিল।
>
> মুকেশ এবং অন্য একটি বনাম রাজ্য (দিল্লির এন. সি. টি) এবং অন্যান্য (২০১৭) ৬ এস. সি. সি ১: [২০১৭] ৬ এস. সি. আর ১-উল্লেখ করা হয়েছে।

১.২. এই পুনর্বিবেচনার আবেদনে আবেদনকারীর দ্বারা উত্থাপিত দুটি ভিত্তি হল (i) কল্যুগে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের নিরর্থকতা, যেখানে কোনও ব্যক্তি মৃতদেহের চেয়ে ভাল নয়; এবং (ii) দিল্লি এনসিআর-এ দূষণের মাত্রা এত বেশি যে জীবন সংক্ষিপ্ত

যাই হোক না কেন এবং প্রত্যেকেই এই বিষয়ে দিল্লি এনসিআর-এ কী ঘটছে সে সম্পর্কে সচেতন এবং যদিও মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কোনও কারণ নেই। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে এই বিষয়ে বর্তমান মামলার মতো গুরুতর ভিত্তি উত্থাপিত হয়েছে। অনুপযুক্ত তদন্ত এবং প্রমাণের কারচুপির অভিযোগ করে পিটিশনে উত্থাপিত ভিত্তিগুলি খুব সাধারণ এবং নির্দিষ্ট নয়। আবেদনকারী অভিযুক্তদের দ্বারা উত্থাপিত প্রতিটি পয়েন্ট তদন্তের গতিপথকে অভিযুক্ত করে ট্রায়াল কোর্ট দ্বারা ভালভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল যা ফৌজদারি আপিলের শুনানির সময় পেরিয়ে গিয়েছিল। একই পয়েন্টগুলি বারবার অনুরোধ করা যায় না। [অনুচ্ছেদ ১৫,১৭] [৩৫১-ই; ৩৫২-এ-বি]

২. মৃত্যুর ঘোষণা-অভিযোগকারী মহিলা থেকে তিনটি মৃত্যুর ঘোষণা নথিভুক্ত করা হয়েছিল। এই আদালত তিনটি মৃত্যুর ঘোষণা বিবেচনা করে দেখেছে যে একাধিক মৃত্যুর ঘোষণা আদালতের আস্থাকে অনুপ্রাণিত করে এবং বিশ্বাসযোগ্য। আবেদনকারী-অভিযুক্তের দ্বারা নেওয়া আলিবির আবেদন এবং আবেদনকারীর দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণ এই আদালত দ্বারা অনুচ্ছেদ (২৪৭) থেকে (২৬৯)-এ ভালভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। প্রমাণের মূল্যায়নের পরে, এই আদালত ট্রায়াল কোর্ট এবং হাইকোর্টের আলিবির আবেদন প্রত্যাখ্যান করে রায় দেয় যে আবেদনকারীর দ্বারা নেওয়া আলিবির আবেদনটি একটি পরবর্তী চিন্তাভাবনা। আলিবির আবেদন প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে প্রমাণের মূল্যায়নে কোনও ত্রুটি দেখা যায় না এবং এটি পর্যালোচনার জন্য একটি ভিত্তি হিসাবে অনুরোধ করা যায় না। লোহার রড ব্যবহারের অভিযোগে বিস্তারিত জমা দেওয়া হয়েছিল এবং এটি অনুচ্ছেদস (১৯৩) থেকে (২০৯) এবং (৪১৩) থেকে (৪২২)-এ সুচিন্তিত যুক্তি দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এবং চিকিৎসা বিশেষজ্ঞের মতামত দ্বারা সমর্থিত উক্ত ফলাফলগুলি কোনও ত্রুটির শিকার হয় না। পুনর্বিবেচনার আবেদনটি বারবার প্রমাণের পুনঃমূল্যায়নের উপর আপিলের পুনরায় শুনানির জন্য নয়। কোনও পক্ষ কেবল আপিলের পুনর্বিবেচনা এবং নতুন সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্যে রায়ের পর্যালোচনা চাইতে পারে না। [অনুচ্ছেদ ২২,২৫-২৭] [৩৫৩-এফ; ৩৫৪-ডি; ৩৫৫-ডি-এফ; ৩৫৬-বি]

৩. সহ-অভিযুক্তদের দ্বারা দায়ের করা পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলি খারিজ করাঃ আবেদনকারীর দ্বারা দায়ের করা উদ্বেগজনক ও প্রশমিতকারী পরিস্থিতি এবং হলফনামা অনুচ্ছেদ (৩২৪)-এ বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। পক্ষগুলির কৌঁসুলি এবং দ্বারা অনুরোধ করা যুক্তি বিজ্ঞ আদালতের বন্ধু অনুচ্ছেদ (৩২৭) থেকে (৩৬৮) বিবেচনা করা হয়

রায়ের ৩৪৫ এবং (৫১১) থেকে (৫১৮) পর্যন্ত এবং আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে/পটভূমি এবং পারিবারিক পরিস্থিতিকে প্রশমনকারী পরিস্থিতি হিসাবে নেওয়া যায় না। যে পদ্ধতিতে অপরাধটি সংঘটিত হয়েছিল তা বিবেচনা করে, ০৫.০৫.২০১৭ তারিখের রায়ে, এই আদালত রায় দিয়েছে যে মামলাটি "বিরলতম বিরলতম মামলার" মধ্যে পড়ে। এটি পাওয়া যায় না যে এই ফলাফলগুলি রেকর্ডের মুখে স্পষ্ট কোনও ত্রুটি থেকে ভুগছে। দোষীদের তুলনামূলকভাবে কম বয়স, তাদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি, তাদের নির্দোষ পূর্বসূরী এবং তাদের সংস্কারের সম্ভাবনাগুলি তুলে ধরার মাধ্যমে প্রতিরক্ষা দ্বারা বিশদভাবে বর্ণিত প্রশমনকারী পরিস্থিতিগুলি গুরুত্বহীন হয়ে যায়। ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং মামলাটি "বিরলের মধ্যে বিরলতম" বিভাগের মধ্যে পড়ে বলে বিবেচনা করে মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করা হয়। প্রমাণের প্রশংসা বা ০৫.০৫.২০১৭ তারিখের রায়ের ফলাফলের ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি পাওয়া যায় না। পুনর্বিবেচনার আবেদনে উত্থাপিত কোনও ভিত্তিই ০৫.০৫.২০১৭ তারিখের রায় পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানায় না। পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করা হয়। [অনুচ্ছেদ ২৮-৩১] [৩৫৬-ডি-জি; ৩৫৭-ডি]

মুকেশ বনাম রাজ্য (দিল্লির এন. সি. টি) (২০১৮) ৮ এস. সি. সি. ১৪৯; [২০১৮] ৭ এস. সি. আর. ৮৯৮ ৩; বিনয় শর্মা এবং অন্য একটি বনাম রাজ্য (দিল্লির এন. সি. টি) এবং অন্যান্য (২০১৮) ৮ এস. সি. সি ১৮৬: [২০১৮] ৭ এস সি আর ৯১৯-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা আইন প্রসঙ্গ

[২০১৭] ৬ এসসিআর ১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪
(১৯৭৫) ১ এসসিসি ৬৭৪	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৯
[২০১৩] ১১ এসসিআর ২৫	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১০
[২০১৭] ৮ এসসিআর ১৭৭	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১১
(১৯৮০) ৪ এসসিসি ৬৮০	অনুসৃত	অনুচ্ছেদ ১২
[২০১৮] ৭ এসসিআর ৮৯৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৯
[২০১৮] ৭ এসসিআর ৯১৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৯

ফৌজদারি আপিলেটিভ এখতিয়ার: পর্যালোচনা আবেদন (ফৌজদারি) নং ৬০২-৬০৩/২০১৯, ফৌজদারি আপিল নং ৬০৯-৬১০/২০১৭।

ফৌজদারি আপিল নং ৬০৯-৬১০/২০১৭ তে ০৫.০৫.২০১৭ তারিখে দেওয়া রায় এবং আদেশ থেকে।

এ. পি. সিং, ভি. পি. সিং, মিসেস গীতা চৌহান, মিসেস রিচা সিং, মিসেস প্রতিমা রানী, সদাশিব, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

তুষার মেহতা, এসজি, কানু আগরওয়াল, শ্রীমতি স্বাতী ঘিল্‌দিয়াল, অদিত খোরানা, মনন পোপলি, রাজীব রঞ্জন, বরুণ চুঘ, ভুবন কাপুর, বি. ভি. বলরাম দাস, চিরাগ এম. শ্রফ, উত্তরদাতার পক্ষে আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করেন **আর. ভানুমতী, বিচারপতি**।

১. এই পুনর্বিবেচনার আবেদনটি আবেদনকারী অভিযুক্ত অক্ষয় কুমার সিং, যিনি বাসের পরিচ্ছন্নতাকর্মী ছিলেন, ২০১৭ সালের ফৌজদারি আপিল নং, ৬০৯-৬১০-এ এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ০৫.০৫.২০১৭ তারিখের রায়টি পুনর্বিবেচনার জন্য পছন্দ করেছেন এবং যার দ্বারা এই আদালত আবেদনকারীর উপর ট্রায়াল কোর্টের পাশাপাশি হাইকোর্ট দ্বারা আরোপিত দোষী সাব্যস্ত ও মৃত্যুদণ্ডের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

২. "ষোলোই ডিসেম্বর দুই হাজার বারো তারিখের সন্ধ্যায়, অভিযোগকারিনী (বর্তমানে মৃত) তার বন্ধুর সাথে একটি চলচ্চিত্র দেখতে গিয়েছিলেন। রাত প্রায় পৌনে নয়টা নাগাদ, অভিযোগকারিনী এবং প্রসিকিউশন সাক্ষী-এক প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করেন এবং মুনিরকা বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছান। সেখানে তারা ডিএল-ওয়ানপিসি-শূন্য এক চার নয় নিবন্ধন নম্বরধারী একটি বাসে ওঠেন। এই বাসটি চালাচ্ছিলেন অভিযুক্ত রাম সিং (বর্তমানে মৃত) এবং আবেদনকারী-অক্ষয় কুমার সিং ওরফে ঠাকুর সেখানে সাহায্যকারী হিসেবে ছিলেন। অভিযুক্তরা অভিযোগকারিনীর সাথে অশালীন আচরণ করেন এবং চলন্ত বাসের ভেতর তাকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করেন। তারা অস্বাভাবিক অপরাধও সংঘটন করেন এবং অভিযোগকারিনীর গোপন অঙ্গে লোহার রড ঢুকিয়ে দেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা প্রসিকিউশন সাক্ষী-এক-কে লোহার রড দিয়ে মারধর করেন এবং তার কাপড় ছিঁড়ে ফেলেন। অভিযুক্তরা অভিযোগকারিনী ও প্রসিকিউশন সাক্ষী-এক-এর সমস্ত মালামাল কেড়ে নেন এবং এরপর চলন্ত বাস থেকে তাদের বিবস্ত্র বা অর্ধ-বিবস্ত্র অবস্থায় ছুড়ে ফেলে দেন। দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে অভিযোগকারিনীর চিকিৎসা করা হয়েছিল যেখানে তার তিনটি মৃত্যুপূর্ব জবানবন্দি নথিভুক্ত করা হয়। যেহেতু অভিযোগকারিনীর অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছিল, তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সাতাশই ডিসেম্বর দুই হাজার বারো তারিখে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেখানে ঊনত্রিশই ডিসেম্বর দুই হাজার বারো তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৩. বিচারিক আদালত রায় দেন যে অভিযুক্তদের সংশ্লিষ্টতা ও অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে এবং আবেদনকারী ও অন্যান্য অভিযুক্তদের ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০-বি ধারা (অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র), ১২০-বি ধারার সাথে পঠিত ৩৭৬ (২)(জি) ধারা (দলবদ্ধ ধর্ষণ), ১২০-বি ধারার সাথে পঠিত ৩৭৭ ধারা (অস্বাভাবিক অপরাধ), ১২০-বি ধারার সাথে পঠিত ৩৬৫ ও ৩৬৬ ধারা (অপহরণ), ১২০-বি ধারার সাথে পঠিত ৩৯৫ ধারা (ডাকাতি), ১২০-বি ধারার সাথে পঠিত ৩৯৭ ধারা (মারাত্মক অস্ত্রসহ ডাকাতি), ১২০-বি ধারার সাথে পঠিত ৩০২ ধারা (হত্যা) এবং ১২০-বি ধারার সাথে পঠিত ৩০৭ ধারা (হত্যার চেষ্টা)-র অধীনে দোষী সাব্যস্ত করেন।"

৪১২ এবং ২০১ ধারা ১২০-বি ভারতীয় দণ্ডবিধির সাথে পড়া হয় এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তাদের উপর মৃত্যুদণ্ড/জরিমানা আরোপ করা হয়। তাদের উপর আরোপিত মৃত্যুদণ্ড এবং অন্যান্য কারাদন্ড হাইকোর্ট দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল। অভিযুক্তরা এই আদালতে ২০১৭ সালের ফৌজদারি আপিল নং, ৬০৯-৬১০ দায়ের করেছিল।

৪. আবেদনকারীর দাখিল করা অপরাধী আপিল পূর্বে সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা ০৫.০৫.২০১৭ তারিখে মুকেশ এবং অন্যদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র (ডিএনসিটি) ও অন্যান্য (২০১৭) ৬ এসসিসি ১ রায়ের মাধ্যমে বাতিল করা হয়, যা নিম্নলিখিত প্রমাণের ভিত্তিতে ছিল, যা দৃঢ়ভাবে আবেদনকারীর ঘটনাস্থলে উপস্থিতি এবং অপরাধীর মাধ্যমে অভিযোগকারী মহিলার উপর ধর্ষণ ঘটানোর সাথে তার জড়িত থাকার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করে।

(i) পিডব্লিউ-১/আহত প্রত্যক্ষদর্শীর প্রমাণ যে বাসে সি ঘটনার কথা বলেছিল; পিডব্লিউ-১ ২৬.১২.২০১২-এ পরিচালিত টিআইপি-তে আবেদনকারীকে চিহ্নিত করেছে এমন ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হিসাবে যারা বাস থেকে চালকের কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে পিডব্লিউ-১-কে গালিগালাজ শুরু করে এবং পরে অভিযোগকারী মহিলাকে বাসের পিছনের দিকে নিয়ে যায় এবং তাকে ধর্ষণ করে;

(ii) অভিযোগকারী মহিলার তিনটি মৃত্যুর ঘোষণা, যার মধ্যে দ্বিতীয় মৃত্যুর ঘোষণাপত্রে (এক্সপিডব্লিউ ২৭/এ), অভিযোগকারী মহিলা ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিরা "রাম সিং, ঠাকুর, রাজু, মুকেশ, পবন এবং বিনয়কে ফোন করছিলেন এবং তৃতীয় মৃত্যুর ঘোষণাপত্রে, অভিযোগকারী মহিলা আবেদনকারী-অক্ষয় কুমার সিং এবং অন্যান্য অভিযুক্ত সহ" রাম সিং, মুকেশ, আই বিনয়, অক্ষয়, বিপিন, রাজু "অভিযুক্তদের নাম লিখেছিলেন;

(iii) বাসের মালিক পিডব্লিউ-৮১-দীনেশ যাদবের প্রমাণ যেখানে তিনি বলেছেন যে অভিযুক্ত রাম সিং চালক ছিলেন এবং আবেদনকারী সেই বাসের সহকারী ছিলেন যেখানে এফ ঘটনাটি ঘটেছে;

(iv) এক্স. পি ডাবলু ৭১/সি, পিডব্লিউ-৭১-এর রিপোর্ট। ডাঃ আশিথ বি. আচারায়া যিনি মতামত দিয়েছিলেন যে অভিযোগকারী মহিলার উপর পাওয়া একটি কামড়ের চিহ্ন সম্ভবত আবেদনকারীর কারণে হতে পারে; অভিযুক্ত রাম সিংয়ের কারণে আরও তিনটি কামড়ের চিহ্ন হয়েছিল;

(v) ডিএনএ প্রমাণ-রক্তমাখা জিন্স থেকে উত্পন্ন ডিএনএ প্রোফাইল এবং আবেদনকারীর ব্যানিয়ান আবেদনকারীর নির্দেশে অভিযোগকারী মহিলার ডিএনএ প্রোফাইলের সাথে মিলে যায়; আবেদনকারীর জিন্স প্যান্ট থেকে উত্পন্ন ডিএনএ প্রোফাইলের আরেকটি সেট ডিএনএ প্রোফাইলের সাথে মিলে যায়

পিডব্লিউ-১ এর এবং ভিকটিমের স্তনস্বাব থেকে তৈরি ডিএনএ প্রোফাইল, যা আবেদনকারীর রক্তের ডিএনএ প্রোফাইলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল;

(vi) পিডব্লিউ-১ এর মেট্রো কার্ড এবং রূপালী আংটি, যা আবেদনকারীর নির্দেশে উদ্ধার করা হয়েছিল এবং পিডব্লিউ-১ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল।

৫. আমরা আবেদনকারী-অভিযুক্ত নম্বর ৩-এর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী মিঃ এ. পি. সিং-কে শুনেছি। আমরা দিল্লির এন. সি. টি-র পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট সলিসিটর জেনারেল শ্রী তুষার মেহতাকেও শুনেছি, যাঁকে সাহায্য করেছেন বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীমতী সুপ্রিয়া জুনেজা।

৬. বিদ্বান কৌঁসুলি মিঃ এ. পি. সিং পুনর্বিবেচনার আবেদনে অনুরোধ করা বিভিন্ন কারণের মধ্য দিয়ে আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন এবং রায় পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। বিদ্বান সলিসিটর জেনারেল মিঃ তুষার মেহতা বলেছিলেন যে প্রসিকিউশন এবং প্রতিরক্ষা আবেদনের দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণগুলি ট্রায়াল কোর্ট, হাইকোর্ট এবং এই আদালত উভয়ই বিবেচনা করেছে। বিদ্বান সলিসিটর জেনারেল বলেছিলেন যে প্রমাণের মূল্যায়নের পরে, হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট অভিযুক্তের অপরাধ এবং সাজা সম্পর্কে অনুসন্ধানগুলি বহাল রেখেছে। বিজ্ঞ সলিসিটর জেনারেল আরও বলেন যে, একই ভিত্তি সহ-অভিযুক্তদের দ্বারা পুনর্বিবেচনার আবেদনে উত্থাপিত হয়েছিল এবং মুকেশ বনাম রাজ্য (এনসিটি অফ দিল্লি) (২০১৮) ৮ এসসিসি ১৪৯ এবং বিনয় শর্মা এবং অন্য বনাম রাজ্য (এনসিটি অফ দিল্লি) এবং অন্যান্য (২০১৮) ৮ এসসিসি ১৮৬ মামলার রায়ের মাধ্যমে এই আদালত তা খারিজ করে দেয়।

৭. এই পুনর্বিবেচনার আবেদনে, আবেদনকারী ০৫.০৫.২০১৭ তারিখের রায় পুনর্বিবেচনার জন্য প্রার্থনা করেছেন। আমাদের সামনে পুনর্বিবেচনার আবেদনে, আবেদনকারী আবার প্রসিকিউশন মামলার যোগ্যতা এবং তার উপর প্রদত্ত ফলাফলগুলিকে আক্রমণ করার চেষ্টা করেছেন যা অনুমোদিত হতে পারে না।

৮. এটি আর অবিচ্ছেদ্য বিষয় নয় যে পর্যালোচনার সুযোগ সীমিত এবং পর্যালোচনার সুযোগ রেকর্ডের সামনে স্পষ্ট ত্রুটির ক্ষেত্রে ব্যতীত গ্রহণ করা যাবে না। ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৭ সুপ্রিম কোর্টকে ঘোষিত বা প্রদত্ত যে কোনও রায় পর্যালোচনা করার ক্ষমতা দেয়, অবশ্যই, সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোনও আইনের বিধান বা ভারতের সংবিধানের ১৪৫ অনুচ্ছেদের অধীনে তৈরি যে কোনও নিয়মের সাপেক্ষে। পর্যালোচনার সাথে সম্পর্কিত সুপ্রিম কোর্ট বিধিস, ২০১৩-এর আদেশ XLVII বিধি ১ নিম্নরূপঃ-

"১, আদালত তার রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনা করতে পারে, তবে কোডের আদেশ ৪৭ বিধি ১-এ উল্লিখিত ভিত্তি ব্যতীত কোনও দেওয়ানি কার্যধারায় পর্যালোচনার জন্য কোনও আবেদন গ্রহণ করা হবে না

এবং রেকর্ডের মুখে কোনও ত্রুটি/আপাততার ভিত্তিতে ব্যতীত ফৌজদারি কার্যধারায়।

সুপ্রিম কোর্টের বিধি অনুসারে, ফৌজদারি কার্যধারায় পর্যালোচনা শুধুমাত্র রেকর্ডের সামনে স্পষ্ট ত্রুটির ভিত্তিতে অনুমোদিত।

৯. ভারতের সংবিধানের ১৩৭ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতের এখতিয়ার স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে সো চন্দ্র কান্টে এবং অপর বনাম শেখ হাবিব (এ৯৭৫) ১ এস. সি. সি. ৬৭৪-তে, যেখানে এই আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ-

"একটি রায়ের পর্যালোচনা একটি গুরুতর পদক্ষেপ এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে এটির আশ্রয় নেওয়া কেবল তখনই সঠিক যেখানে বিচারিক ভুল দ্বারা পূর্বে একটি সুস্পষ্ট বাদ দেওয়া বা পেটেন্ট ভুল বা গুরুতর ত্রুটির মতো গুরুতর ত্রুটি দেখা দিয়েছে। পুরানো এবং বাতিল যুক্তির বিভিন্ন পরামর্শের মাধ্যমে কেবল পুনরাবৃত্তি, অকার্যকরভাবে আচ্ছাদিত ভিত্তিতে দ্বিতীয় ট্রিপ বা অপ্রাসঙ্গিক গুরুত্বের ছোটখাটো ভুলগুলি স্পষ্টতই অপর্যাপ্ত। "আর

> ১০. পুনর্বিবেচনা আপিলের পুনর্বিবেচনা নয়। একটি পুনর্বিবেচনার আবেদনে, প্রমাণগুলি পুনরায় প্রশংসা করা এবং একটি ভিন্ন উপসংহারে পৌঁছানো আদালতের পক্ষে নয়। পুনর্বিবেচনার এখতিয়ারের পরিধি এই আদালত দ্বারা বিশদভাবে বিবেচনা করা হয়েছে ১ন সংখ্যক মামলা এবং সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিগুলি বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। কমলেশ ভার্মা পি বনাম মায়াবতী এবং অন্যান্য (২০১৩) ৮ এসসিসি ৩২০-তে সুপ্রিম কোর্ট বলেছেঃ-"
>
> ১৭. একটি পুনর্বিবেচনার আবেদনে, প্রমাণগুলি পুনরায় মূল্যায়ন করা এবং একটি ভিন্ন উপসংহারে পৌঁছানো আদালতের পক্ষে উন্মুক্ত নয়, এমনকি যদি তা সম্ভব হয়। পি প্রমাণের মূল্যায়নের ভিত্তিতে উপসংহারটি পুনর্বিবেচনার আবেদনে আক্রমণ করা যাবে না যদি না এটি দেখানো হয় যে রেকর্ডের সামনে বা তার অনুরূপ কোনও কারণে কোনও ত্রুটি স্পষ্ট। কেরালার এই আদালত এসইবি বনাম হাইটেক ইলেক্ট্রোথার্মিক্স অ্যান্ড হাইড্রোপাওয়ার লিমিটেড (২০০৫) ৬ এসসিসি ৬৫৪ নিম্নরূপ ধার্য করেছেঃ (এসসিসি পৃ. ৬৫৬, অনুচ্ছেদ ১০)
>
> ১০... একটি পুনর্বিবেচনার আবেদনে এই আদালতের কাছে প্রমাণের পুনর্মূল্যায়ন এবং একটি ভিন্ন উপসংহারে পৌঁছানোর সুযোগ নেই, এমনকি যদি তা সম্ভবও হয়। বোর্ডের পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি সর্বোপরি আমাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে পক্ষগুলির মধ্যে বিনিময় হওয়া চিঠিপত্র এই আদালত যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তা সমর্থন করে না। আমরা আশঙ্কা করছি যে এই জাতীয় জমা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না

একটি পুনর্বিবেচনার আবেদনে অগ্রসর হয়। নথিতে থাকা প্রমাণের মূল্যায়ন সম্পূর্ণরূপে আপিল আদালতের ক্ষেত্রের মধ্যে থাকে। উপস্থাপিত প্রমাণের মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে আদালত যদি তথ্যের একটি অনুসন্ধান রেকর্ড করে এবং একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, তবে সেই সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনার আবেদনে আক্রমণ করা যাবে না যদি না এটি দেখানো হয় যে নথির সামনে বা তার অনুরূপ কোনও কারণে কোনও ত্রুটি স্পষ্ট হয়। আমাদের সামনে যুক্তি দেওয়া হয়নি যে নথির মুখে কোনও ত্রুটি স্পষ্ট। সাক্ষ্যের মূল্যায়নের প্রশ্নের উপর পুনর্বিবেচনার আবেদনকারীকে তর্ক করার অনুমতি দেওয়া ছদ্মবেশে একটি পুনর্বিবেচনার আবেদনকে আবেদনে রূপান্তরিত করার সমতুল্য।

১১. ভারতের সংবিধানের ১৩৭ অনুচ্ছেদের অধীনে পর্যালোচনার সুযোগ বিবেচনা করে এবং পর্যবেক্ষণ করে যে সাধারণত ফৌজদারি কার্যধারায়, বিক্রম সিং ওরফে ভিকি ওয়ালিয়া এবং আরেকটি বনাম পাঞ্জাব রাজ্য এবং আরেকটি (২০১৭) ৮ এস. সি. সি ৫১৮-এ রেকর্ডের মুখে স্পষ্ট ত্রুটির ত্রুটি ব্যতীত পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলি গ্রহণ করা যাবে না, সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ-

২৩, উপরের পরিপ্রেক্ষিতে, এটি স্পষ্ট যে পুনর্বিবেচনার এখতিয়ারের সুযোগ, পরিধি এবং পরামিতিগুলি ভালভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। সাধারণত একটি ফৌজদারি কার্যধারায়, পর্যালোচনার আবেদনগুলি রেকর্ডের সামনে স্পষ্ট ত্রুটির ভিত্তি ছাড়া গ্রহণ করা যায় না। উপরন্তু, অনুচ্ছেদ ১৩৭-এর অধীনে এই আদালতকে প্রদত্ত ক্ষমতা বৃহত্তর এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে একটি প্রকাশ্য অবিচার প্রশমিত করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। পুনর্বিবেচনার আবেদন দ্বারা কোনও আবেদনকারীকে ফৌজদারি আপিলের শুনানির সময় যে ভিত্তিতে অনুরোধ করা হয়েছিল তার ভিত্তিতে আপিল পুনর্বিবেচনা করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। এমনকি আবেদনকারী যদি প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হন যে অভিযুক্তের দোষী সাব্যস্ত হওয়া বা সাজা দেওয়ার বিষয়ে অন্য কোনও দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে যা পর্যালোচনার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি নয়। এই আদালত কেবল তখনই পুনর্বিবেচনার জন্য তার এখতিয়ার প্রয়োগ করবে যখন বিচারিক ত্রুটির কারণে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তে কোনও স্পষ্ট বাদ দেওয়া বা পেটেন্ট ভুল হয়েছে। রেকর্ডের মুখে একটি ত্রুটি স্পষ্ট হতে হবে যার ফলে আদেশ ৪০ রুলের সাথে পঠিত অনুচ্ছেদ ১৩৭-এর অধীনে পর্যালোচনার এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য ন্যায়বিচারের গর্ভপাত হতে পারে। রেকর্ডের মুখে একটি বস্তুগত ত্রুটি প্রকাশ করতে হবে যার ফলস্বরূপ ন্যায়বিচারের গর্ভপাত হতে পারে।

১২. রায়ের পুনর্বিবেচনার অনুমতি তখনই দেওয়া হয় যখন এটি দেখায় যে রায়ের মুখে স্পষ্ট ত্রুটি রয়েছে।

পি. এন. ঈশ্বরা আইয়ার এবং অন্যান্য বনাম রেজিস্ট্রার, সুপ্রিম কোর্ট টি (১৯৮০) ৪ এস. সি. সি ৬৮০ মামলায়, সুপ্রিম কোর্ট বিধিস, ১৯৯৬-এর আদেশ এক্সএল বিধি ১ বিবেচনা করার সময়, সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করেছে যে আদেশ এক্সএল বিধি দেওয়ানি কার্যধারায় আদেশের পর্যালোচনার জন্য বিস্তৃত ভিত্তি সরবরাহ করে, তবে ফৌজদারি কার্যধারার ভিত্তিগুলিকে রায়ের মুখে স্পষ্ট ত্রুটির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে।

১৩. পর্যালোচনার এখতিয়ারের উপরের পরামিতিগুলি প্রয়োগ করে, এটি দেখতে হবে যে আবেদনকারী ০৫.০৫.২০১৭ তারিখের আমাদের রায়ের রেকর্ড ওয়ারেন্টিং পর্যালোচনার মুখে কোনও ত্রুটি নির্দেশ করে এমন কোনও ভিত্তি তৈরি করেছেন কিনা।

১৪. এমনকি শুরুতে এটাও উল্লেখ করতে হবে যে, এই পুনর্বিবেচনার আবেদনে আবেদনকারী-অভিযুক্তদের দ্বারা উত্থাপিত 'সি' ভিত্তি সহ-অভিযুক্তদের পুনর্বিবেচনার আবেদনে উত্থাপিত ভিত্তির সাথে অভিন্ন। সহ-অভিযুক্তদের দ্বারা তাদের পুনর্বিবেচনার আবেদনে যে ভিত্তিগুলি অনুরোধ করা হয়েছিল সেগুলি এই আদালত মুকেশ বনাম রাজ্য (দিল্লির এনসিটি) (২০১৮) ৮ এসসিসি ১৪৯ এবং বিনয় শর্মা এবং অন্য একটি রাজ্য (দিল্লির এনসিটি) এবং অন্যান্য (২০১৮) ৮ এসসিসি ১৮৬ মামলায় বিবেচনা ও প্রত্যাখ্যান করেছিল।

১৫. এই মুহূর্তে, আমরা এই পুনর্বিবেচনার আবেদনে আবেদনকারীর দ্বারা উত্থাপিত দুটি ভিত্তি নির্দেশ করতে চাই, যথা, (১) কল্যুগে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের নিরর্থকতা, যেখানে কোনও ব্যক্তি মৃতদেহের চেয়ে ভাল নয়; এবং (১১) দিল্লি এনসিআর-এ দূষণের মাত্রা এত বেশি যে জীবন ১ কম এবং প্রত্যেকে এই বিষয়ে দিল্লি এনসিআর-এ কী ঘটছে সে সম্পর্কে সচেতন এবং তাই মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কোনও কারণ নেই। আবেদনকারীর মতে, উপরের পরিপ্রেক্ষিতে, তাকে মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দেওয়া উচিত।

আমরা এটি দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করি যে বর্তমান মামলার মতো গুরুতর বিষয়টিতে এই ধরনের ত্রুটি উত্থাপিত হয়েছে।

১৬. আবেদনকারী আরও আবেদন করেছেন যে মৃত্যুদণ্ড মানবাধিকারের চূড়ান্ত অস্বীকার এবং এটি জীবনের অধিকার লঙ্ঘন করে; এটি অহিংসার নীতির বিরুদ্ধেও যায়। পুনর্বিবেচনার আবেদনে আবেদনকারী মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে সাধারণ মামলাটি এই বলে তুলে ধরেছেন যে কেবল দরিদ্র ও নিপীড়িতদের মৃত্যুদণ্ডের সম্ভাবনা বেশি। মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে এই ধরনের সাধারণ যুক্তিগুলি এই পুনর্বিবেচনার আবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

১৭. আবেদনকারী তদন্তকারী সংস্থার পেশাদার দক্ষতার অভাব এবং নিরপেক্ষ তদন্তের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আবেদন করেছেন। আবেদনে সাধারণ অভিযোগ করা হয়েছে

তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি আদায়ের অভিযোগ এবং তারপরে অভিযুক্তকে মিথ্যাভাবে জড়িত করার জন্য প্রমাণ তৈরি করা। আবেদনে উত্থাপিত ভিত্তিগুলি অনুপযুক্ত তদন্ত এবং প্রমাণের কারচুপির অভিযোগ করা খুব সাধারণ এবং নির্দিষ্ট নয়। এটি উল্লেখ করা উচিত যে আবেদনকারী-অভিযুক্ত দ্বারা তদন্তের গতিপথকে অভিযুক্ত করে উত্থাপিত প্রতিটি পয়েন্ট ট্রায়াল কোর্ট দ্বারা ভালভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল যা আমরা ফৌজদারি আপিলের শুনানির সময় পেরিয়েছি। একই পয়েন্টগুলি বারবার অনুরোধ করা যায় না।

১৮. যতটা মৃত্যুর বিবৃতি সম্পর্কিত, আবেদনকারী একই দাবি উত্থাপন করেছেন যা আগে উত্থাপিত হয়েছিল, অর্থাৎ, আবেদনকারীর মতে, শুধুমাত্র প্রথম মৃত্যুর বিবৃতি (এক্স. পি ডাবলু ৪৯/এ) যা পিডব্লিউ-৪৯ ড. রশ্মি আহুজা দ্বারা রেকর্ড করা হয়েছিল, যেখানে প্রসিকিউট্রিক্স কোনও অভিযুক্তের নাম উল্লেখ বা নাম বলেননি, সেটিই বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। আবেদনকারীর দাবি হল যে, দ্বিতীয় মৃত্যুর বিবৃতি (এক্স. পি ডাবলু ২৭/এ) যা পিডব্লিউ-২৪ ড. উষা চতুর্বেদী, এসডিএম দ্বারা ২১.১২.২০১২ তারিখে রেকর্ড করা হয়েছিল, সেটি রেকর্ড করা সম্ভব ছিল না কারণ ভিকটিম লাইফ সাপোর্টে ছিলেন এবং তিনি চার পৃষ্ঠার মৃত্যুর বিবৃতি দিতে পারেননি। আরও, আবেদনকারীর দাবি হল যে, তৃতীয় মৃত্যুর বিবৃতি, যা পিডব্লিউ-৩০ পবন কুমার, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা রেকর্ড করা হয়েছিল, যেখানে ভিকটিম আবেদনকারী এবং অন্য অভিযুক্তদের নাম বলেছেন, সেটি একটি শিখানো বিবৃতি ছিল এবং সেটি বিশ্বাসযোগ্য নয়।

১৯. আবেদনকারী-অভিযুক্তের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী শ্রী এ.পি. সিং অভিযোগ করেছেন যে, বর্তমান মামলার তদন্ত ত্রুটিপূর্ণ এবং অবিশ্বাস্য। তিনি বলেছেন যে, শাস্তির ১৬১ ধারার অধীনে সাক্ষীদের বক্তব্য রেকর্ড করার ক্ষেত্রে, অভিযুক্তের আটক করার পদ্ধতি, টেস্ট আইডেন্টিফিকেশন প্যারেডের আচরণে সন্দেহ রয়েছে। তদন্তের গতিপথ নিয়ে বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করা হয়েছে যা ট্রায়াল কোর্ট, উচ্চ আদালত এবং এই আদালতের সামনে তুলে ধরা হয়েছে এবং সেগুলি বিশদভাবে বিবেচনা করে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। আমরা আবেদনকারীর আইনজীবীর তদন্ত নিয়ে উত্থাপিত দাবি সম্পর্কে কোনো মেধা খুঁজে পাইনি।

২০. আইনজীবী আরও বলেন যে, মিডিয়া চাপের কারণে আবেদনকারী এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের মিথ্যা অভিযোগে জড়িত করা হয়েছে। পর্যালোচনা আবেদনটির প্যারা ৩(এফ) তে উল্লিখিত বিবরণ আমাদের সামনে তুলে ধরে, আইনজীবী বলেছেন যে পিডব্লিউ-১-অঊনিন্দার প্রতাপ সিং বড় পরিমাণ ঘুষ নিয়েছিলেন এবং এটি কিছু সংবাদ চ্যানেলে তুলে ধরা হয়েছে, যা পিডব্লিউ-১ এর সাক্ষ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রভাবিত করে। তিনি আরও বলেছেন যে, এ বিষয়ে হীরা লাল গুপ্ত, পিতা

সহ-অভিযুক্ত পবন গুপ্ত ডায়েরি নং, ২৬ক-এর মাধ্যমে নতুন দিল্লির সেক্টর-১২-এর এস. এইচ. ও, পি. এস. আর. কে. পুরমের সামনে এবং বসন্ত বিহারের ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের সামনে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। পুনর্বিবেচনার আবেদনের অনুচ্ছেদ ৩ (এফ)-এ করা বক্তব্যগুলি কোনও উপাদান দ্বারা অসমর্থিত পরবর্তী ঘটনা। একটি ফৌজদারি মামলায়, অভিযুক্তদের দোষ বা অন্যথায় রাষ্ট্রপক্ষের দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণ এবং প্রতিরক্ষা দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণের মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে। মিডিয়া এবং সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত উপকরণ বা সংবাদ পাশাপাশি সংবাদ চ্যানেলগুলিকে অভিযুক্তদের দোষের বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর বা সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতা পরীক্ষা করার জন্য নোট করা যায় না। এই ধরনের ঘটনাগুলিকে পর্যালোচনার ভিত্তি হিসাবে আহ্বান করা যায় না।

২১. আবেদনকারী-অভিযুক্তের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি পুনর্বিবেচনার আবেদনের ৩ (জি) অনুচ্ছেদে করা বক্তব্য এবং দিল্লির তিহার কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রাক্তন আইন কর্মকর্তা সুনীল গুপ্তের লেখা "ব্ল্যাক ওয়ারেন্ট" শিরোনামের বইয়ের ক্লিপিংয়ের মাধ্যমে আমাদের নিয়ে গেছেন, যিনি দীর্ঘ সময় ধরে তিহার কারাগারে ছিলেন। বিদ্বান কৌঁসুলি বলেছেন যে উপরের আধিকারিকের লেখা বইয়ে অফিসার তার মতামত প্রকাশ করেছেন যে অভিযুক্ত নং ১ রাম সিংকে তিহার কারাগারে ১১.০৩.২০১৩-এ হত্যা করা হয়েছিল। এখানে আবার, উক্ত প্রাক্তন আইন আধিকারিক সুনীল গুপ্তের মতামত কেবল তাঁর মতামত যা কোনও উপাদান দ্বারা সমর্থিত নয়। প্রাক্তন আইন আধিকারিকের যদি রাম সিংহের মৃত্যু সম্পর্কে কোনও সন্দেহ থাকত, তাহলে উক্ত আধিকারিক নিজেকে প্রতিরক্ষা সাক্ষী হিসাবে হাজির হতে দিতেন বা তিনি যে কোনও আদালতে, ট্রায়াল কোর্ট বা হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দাখিল করতে পারতেন। উক্ত আধিকারিক সুনীল গুপ্তের মতামত যা কোনও উপাদান দ্বারা সমর্থিত নয়, আমাদের রায় পুনর্বিবেচনার ভিত্তি হতে পারে না।

২২, রায়ে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, অভিযোগকারী মহিলার পক্ষ থেকে তিনটি মৃত্যুর বিবৃতি রেকর্ড করা হয়েছিল:-

(i) ড. রশ্মি আহুজা (পিডব্লিউ-৪৯) দ্বারা নথিভুক্ত প্রথম মৃত্যুর ঘোষণাপত্রে (এক্স. পি ডাবলু-৪৯/এ) অভিযোগকারী মহিলা থেকে রাত ৩টায় তিনটি মৃত্যুর বিবৃতি নথিভুক্ত করা হয়েছে, অভিযোগকারী মহিলা বলেছেন যে দু 'জনেরও বেশি পুরুষ তাকে ধর্ষণ করেছে যার পরে, তার যৌন মিলনের কথা মনে পড়ে না; অভিযোগকারী মহিলা আরও বলেছেন যে তাকে অস্বাভাবিক যৌনতার শিকার করা হয়েছিল এবং তার ঠোঁট, গাল এবং বুকের উপর কামড় দেওয়া হয়েছিল।

(ii) পিডব্লিউ-২৭-উষা চতুর্বেদী, এসডিএম দ্বারা ২১.১২.২০১২-এ রাত ০৯.০০ অপরাহ্ন রেকর্ড করা দ্বিতীয় মৃত্যুর ঘোষণাপত্রে (এক্স. পি ডাবলু-২৭/ক), অভিযোগকারী মহিলা পুরো ঘটনাটি অনেক গভীরভাবে বর্ণনা করেছেন

প্রতিটি অভিযুক্তের ভূমিকা নির্দিষ্ট করে, ব্যক্তির সংখ্যা দ্বারা সংঘটিত ধর্ষণ, তার গোপনীয় অংশে লোহার রড ঢোকানো, বাসের বিবরণ, ডাকাতি সংঘটিত এবং উভয় ভুক্তভোগীকে চলন্ত বাস থেকে নগ্ন অবস্থায় ফেলে দেওয়া। প্রসিকিউটরিস আরও বলেছিলেন যে অভিযুক্তরা একে অপরকে "রাম সিং, ঠাকুর, রাজু, মুকেশ, পবন এবং বিনয়" বলে ডাকছিল; এবং

(iii) তৃতীয় মৃত্যুর ঘোষণাপত্রে (এক্স. পি ডাবলু-৩০/D) রাত ১টায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট পিডব্লিউ-৩০-পবন কুমার ভুক্তভোগীর কাছে একাধিক পছন্দের প্রশ্ন রেখে এবং অঙ্গভঙ্গি ও লেখার মাধ্যমে উত্তর পেয়ে রেকর্ড করেছেন। তৃতীয় মৃত্যুর ঘোষণা দেওয়ার সময়, প্রসিকুট্রিক্স তার নিজের হাতের লেখায় লিখে অভিযুক্তদের নাম প্রকাশ করেছিলেন যেমনঃ "রাম সিং, মুকেশ, বিনয়, অক্ষয়, বিপিন, রাজু"।

এই আদালত সুপ্রতিষ্ঠিত নীতির আলোকে তিনটি মৃত ঘোষণা বিবেচনা করে দেখেছে যে একাধিক মৃত ঘোষণা আদালতের আস্থাকে অনুপ্রাণিত করে এবং বিশ্বাসযোগ্য। উপরের যুক্তিগুলি আগে উত্থাপিত হয়েছিল এবং এই আদালত দ্বারা রায়ের (১৪৮) থেকে (১৬৪), (১৮৬) থেকে (১৯২) এবং (৩৯৫) থেকে (৪১৭) অনুচ্ছেদে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। যদিও তাই, আবেদনকারী একই আবেদন উত্থাপন করতে পারবেন না।

২৩. যতটা অ্যালিবির আবেদন সম্পর্কিত, আবেদনকারীর দাবি হল যে, তিনি ১৬.১২.২০১২ তারিখে দিল্লিতে উপস্থিত ছিলেন না এবং তিনি তার শাশুড়ি সরিতা দেবী (ডব্লিউ-১৫) ও তার পুত্র কুন্দনকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করেছিলেন। তিনি ১৫.১২.২০১২ তারিখে মহাবোধী এক্সপ্রেসে চড়ে নতুন দিল্লি রেলওয়ে স্টেশন থেকে অরঙ্গাবাদ, বিহার যাত্রা করেছিলেন। আবেদনকারীর দাবি হল যে, তিনি যে প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছেন তা তার উপস্থিতি প্রমাণ করতে, যেমন ডব্লিউ-১, স্থানীয় অটোচালক, ডব্লিউ-১২-সর্জু সিংহ, যারা বলেছেন যে, আবেদনকারী ১৬.১২.২০১২ তারিখে তার বাড়িতে পৌঁছেছিলেন, এবং ডব্লিউ-১৩-রাজমোহন, আবেদনকারীর শশুর, এবং ডব্লিউ-১৪-পুনিতা দেবী, আবেদনকারীর স্ত্রী, যারা বলেছেন যে আবেদনকারী সরিতা দেবী (ডব্লিউ-১৫) সহ তাদের গ্রাম, কর্মালাহাঙ্গে তাদের বাড়িতে এসেছিলেন, এই প্রমাণাদি দেখায় যে আবেদনকারী ১৬.১২.২০১২ তারিখে দিল্লিতে ছিলেন না। এটি বলা হয়েছিল যে, যদিও প্রতিরক্ষা পক্ষ ১৫.১২.২০১২ তারিখে মহাবোধী এক্সপ্রেসের জন্য বুকিং টিকিটের বিস্তারিত দেখিয়েছে আবেদনকারীর রওয়ানা প্রমাণ করতে, আদালত এই দৃষ্টিকোণটি মূল্যায়ন করেনি এবং আবেদনকারীর অ্যালিবি দাবি ভুলভাবে খারিজ করা হয়েছে।

২৪. অ্যালিবির দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, আবেদনকারী ডব্লিউ-১১-চবিন্দর, অটোচালককে পরীক্ষা করেছেন, যিনি আবেদনকারী এবং তার পরিবারের সদস্যদের অরঙ্গাবাদ জেলা, বিহারের অনুগ্রহ নারায়ণ রেলওয়ে স্টেশন থেকে তার নিজ গ্রাম কর্মালাহাঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। ডব্লিউ-১২-সর্জু সিংহ, ডব্লিউ-১৩-রাজমোহন, আবেদনকারীর শশুর, এবং ডব্লিউ-১৪-আবেদনকারীর স্ত্রী এসব বিষয়ে বলেছেন যে, আবেদনকারী গ্রামে উপস্থিত ছিলেন। ডব্লিউ-১৫-আবেদনকারীর শাশুড়ি, যাকে আবেদনকারী দাবি করেন যে ১৫.১২.২০১২ তারিখে তিনি তার সঙ্গে ছিলেন। ডব্লিউ-১২, ১৪ এবং ১৫ এর সাক্ষ্য বিবেচনা করে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে, ডব্লিউ-১২, ১৪ এবং ১৫ সবাই অভিযুক্ত অক্ষয় কুমার সিংহ আথবা ঠাকুরের আত্মীয় এবং উভয় আদালত যেমন পর্যবেক্ষণ করেছে, তারা প্রাকৃতিকভাবে পরিবারের সদস্যদের মতো আবেদনকারীকে জটিল পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিতে চেষ্টা করেছিলেন।

২৫. আবেদনকারী-অভিযুক্তের অ্যালিবির দাবী এবং আবেদনকারীর উপস্থাপিত প্রমাণাদি এই আদালত পর্যালোচনা করেছে অনুচ্ছেদ (২৪৭) থেকে (২৬৯) পর্যন্ত। প্রমাণের মূল্যায়ন করার পর, এই আদালত বিচারিক আদালত এবং উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তকে নিশ্চিত করেছে, যারা অ্যালিবির দাবী খারিজ করেছে এবং মন্তব্য করেছে যে, আবেদনকারীর অ্যালিবির দাবী একটি পরবর্তী চিন্তা। আমরা প্রমাণের মূল্যায়ন এবং অ্যালিবির দাবী খারিজের মধ্যে কোনো স্পষ্ট ভুল খুঁজে পাইনি। অ্যালিবির দাবী খারিজে প্রমাণের মূল্যায়ন কোনও স্পষ্ট ভুলের সম্মুখীন হয়নি এবং এটিকে পুনর্বিবেচনার জন্য কারণ হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে না।

২৬. আবেদনকারীর দ্বারা অনুরোধ করা পরবর্তী যুক্তি হল লোহার রড ব্যবহার করা এবং ভুক্তভোগীর গোপনীয় অংশে ওয়াই লোহার রড ঢোকানোর অভিযোগে জরায়ুতে আঘাতের অনুপস্থিতি। লোহার রড ব্যবহারের অভিযোগ নিয়ে বিস্তারিত জমা দেওয়া হয়েছিল এবং অনুচ্ছেদস (১৯৩) থেকে (২০৯) এবং (৪১৩) থেকে (৪২২)-এ সুচিন্তিত যুক্তি দ্বারা এটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এবং চিকিৎসা বিশেষজ্ঞের মতামত দ্বারা সমর্থিত উক্ত ফলাফলগুলি কোনও ত্রুটিতে ভুগছে না।

২৭. অন্যান্য যুক্তিগুলি হল, (i) হোটেল দিল্লি বিমানবন্দরের সিসিটিভি ফুটেজ সঠিকভাবে পরীক্ষা করা হয়নি; (ii) নিবন্ধিত বাসটিকে মিথ্যাভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে; (iii) পিডব্লিউ-৮১-এর মালিককে আদালতে জিজ্ঞাসাবাদের আগে ছয় মাস ধরে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রাখা হয়েছিল এবং তাকে হেফাজতে রাখা হয়েছিল যাতে তার উপর প্রসিকিউশনের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য চাপ আনা যায়; এবং (iv) আবেদনকারী-অভিযুক্ত ছিল

এর আগে ছবি তোলা হয়েছিল এবং একই ছবি পিডব্লিউ-১-কে দেখানো হয়েছিল! যাতে তিনি পরীক্ষা সনাক্তকরণ কুচকাওয়াজে আবেদনকারী-অভিযুক্তকে সনাক্ত করতে সক্ষম হন। প্রসিকিউশনের মামলাটিকে অভিযুক্ত করে এই বিতর্ক এবং অন্যান্য যুক্তিগুলি সবই আগে উত্থাপিত হয়েছিল এবং প্রমাণ বিবেচনা করার পরে, এই আদালতও তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। পুনর্বিবেচনার আবেদনটি বারবার প্রমাণের পুনঃমূল্যায়নের আবেদনের পুনরায় শুনানির জন্য নয়। কোনও পক্ষ কেবল আপিলের পুনরায় শুনানি এবং নতুন সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্যে রায়টির পর্যালোচনা চাইতে পারে না।

২৮. মৃত্যুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে আদালত উদ্বেগজনক ও প্রশমিত করার মতো পরিস্থিতি বিবেচনা করেছে। রায়ের অনুচ্ছেদস (৩২২) থেকে (৩৬৮) এবং (৫১১) থেকে (৫১৮)-এ মৃত্যুদণ্ডের প্রশ্ন বিবেচনা করার সময়, আবেদনকারী এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের তাদের পারিবারিক পটভূমি, অপরাধমূলক পূর্বসূরি, সংস্কারের সম্ভাবনা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কারণ সম্পর্কে তাদের হলফনামা দাখিল করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। আবেদনকারী তার কৌঁসুলির মাধ্যমে অভিযুক্ত, মিঃ এ. পি. সিং তার পারিবারিক পটভূমি উল্লেখ করে একটি হলফনামা দাখিল করেছেন এবং বলেছেন যে তার কোনও অপরাধমূলক পূর্বসূরি নেই এবং তার মামলা মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করার জন্য "বিরলতম মামলার" অধীনে পড়ে না, যা যুক্তি বিবেচনা ও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। আবেদনকারীর দ্বারা দায়ের করা উদ্বেগজনক ও প্রশমিতকারী পরিস্থিতি এবং হলফনামাটি অনুচ্ছেদ (৩২৪)-এ বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। পক্ষ এবং বিদ্বান অ্যামিকাস কিউরি-র কৌঁসুলির অনুরোধ করা যুক্তিটি রায়ের অনুচ্ছেদ (৩২৭) থেকে। (৩৬৮) এবং (৩৫১১) থেকে (৮৫১৮)-এ বিবেচনা করা হয়েছে এবং আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে পটভূমি এবং পারিবারিক পরিস্থিতিকে প্রশমিতকারী পরিস্থিতি হিসাবে নেওয়া যায় না। যে পদ্ধতিতে অপরাধটি সংঘটিত হয়েছিল তা বিবেচনা করে, ০৫.০৫.২০১৭ তারিখের রায়ে এই আদালত বলেছে যে মামলাটি "বিরলতম বিরলতম মামলার" মধ্যে পড়ে। আমরা খুঁজে পাই না যে এই ফলাফলগুলি রেকর্ডের মুখে কোনও স্পষ্ট ত্রুটির শিকার। আসামিদের তুলনামূলকভাবে কম বয়স, তাদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি, তাদের নির্দোষ পূর্বসূরি এবং তাদের সংস্কারের সম্ভাবনা তুলে ধরার মাধ্যমে প্রতিরক্ষা দ্বারা বিশদভাবে বর্ণিত প্রশমনকারী পরিস্থিতিগুলি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতির আলোকে এবং মামলাটি "বিরলতম বিরলতম মামলার" বিভাগের মধ্যে পড়ে বলে বিবেচনা করে মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করা হয়।

২৯. আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলির অভিযোগ যে যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য লাতিন আমেরিকার বেশ কয়েকটি দেশ এবং অস্ট্রেলিয়ান রাজ্যে মৃত্যুদণ্ড বিলুপ্ত করা হয়েছে, শ্রী এ. পি. সিং পূর্ববর্তী পুনর্বিবেচনার পিটিশনে একই যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন

এবং একইগুলি খারিজ করা হয়েছিল, [মুকেশ বনাম রাজ্য (দিল্লির এনসিটি) টি (২০১৮) ৮ এসসিসি ১৪৯ এবং বিনয় শর্মা এবং অন্য একটি বনাম রাজ্য (দিল্লির এনসিটি) এবং অন্যান্য (২০১৮) ৮ এসসিসি ১৮৬]

৩০. সহ-অভিযুক্তদের দ্বারা দায়ের করা পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলি খারিজ করাঃ সহ-অভিযুক্তদের দ্বারা দায়ের করা পুনর্বিবেচনার আবেদনটি কোনও যোগ্যতা নেই বলে খারিজ করা হয়েছিল, মুকেশ বনাম দিল্লি রাজ্য (২০১৮) ৮ এস. সি. সি. ১৪৯-এ। আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে অন্যান্য অভিযুক্তদের দ্বারা অনুরোধ করা জমা দেওয়া ইতিমধ্যে রায় দেওয়ার সময় বিবেচনা করা হয়েছিল এবং প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। একই বিষয়গুলি আগে অন্যান্য সহ-অভিযুক্তদের দ্বারা দায়ের করা পুনর্বিবেচনার আবেদনে উত্থাপিত হয়েছিল। বর্তমান পুনর্বিবেচনার আবেদনে উত্থাপিত ভিত্তিগুলি পূর্ববর্তী পুনর্বিবেচনার আবেদনে উত্থাপিত যুক্তিগুলির প্রায় পুনরাবৃত্তি যা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এবং আমাদের দৃষ্টিতে, বারবার উত্থাপিত করা যায় না।

৩১. প্রমাণের মূল্যায়ন বা ০৫.০৫.২০১৭ তারিখের রায়ের ফলাফলের ক্ষেত্রে আমরা রেকর্ডের মুখে কোনও ত্রুটি স্পষ্ট দেখতে পাই না। পুনর্বিবেচনার আবেদনে উত্থাপিত কোনও ভিত্তিই ০৫.০৫.২০১৭ তারিখের রায় পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানায় না। পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করা হয়।

দিব্যা পান্ডে রিভিউ পিটিশন খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Arka Sadhu